Date of Publication : 1st November, 2012 **Price : Rs. 2**

VOL-2, Issue 8 *Postal Registration No. : KOL RMS/42/2010-2012*
For circulation to Subscribers only RNI No.-WBBIL/2011/38613

ব্রাহ্ম সম্মিলন বার্তা

ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজ

১-এ, ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, কলকাতা-৭০০ ০২০
Brahmo Sammilan Barta ❑ Brahmo Sammilan Samaj

দ্বিতীয় বর্ষঃ অষ্টম সংখ্যা নভেম্বর ২০১২ কার্তিক-অগ্রহায়ণ ১৪১৯

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

এ মাসের নিবেদন — ১
ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার — ২
স্মরণিকা — ৩
সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ — ৪
২০১২ ডিসেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী — ৪
শোক সংবাদ — ৪
পারিবারিক ও অন্যান্য অনুষ্ঠান — ৪
কৃতজ্ঞতা স্বীকার — ৫
Governing Body of the Samaj for 2012-13 — ৬

সমাজ কার্যালয়ে যোগাযোগের সময়ঃ
প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬-৩০টা থেকে ৮-৩০টা
Telephone No. (033)6450-0915
email :sammilanbarta@gmail.com

এ মাসের নিবেদন

পরমপ্রাপ্তি

মানব জীবন মহাকালের কালাংশের মধ্যে অতি ক্ষুদ্র সময় ধরিয়া ব্যপ্ত। যদিও এই জীবন জগদীশ্বরের আশীর্বাদে ধন্য কি এক অপরূপ সৃষ্টি কিন্তু তা বিস্তীর্ণ মোহমায়া জালে আবৃত। পার্থিব সুখ, দুঃখ, অহংকার ও ধনসম্পদের আকাঙ্খায় আপ্লুত। অথচ ভগবানের কৃপায় প্রত্যেক মানব অন্তরে পরমাত্মার জ্যোতিশিখা জ্বলিতেছে।

জীবাত্মা ভোগের সুখে ডুবিয়া থাকে কিন্তু অন্তরাত্মার জ্যোতিশিখা নির্বিকার। যে মানব জীবনে ভগবানের স্পর্শ অনুভব করে নাই সে অতি ভাগ্যহীন। কিন্তু কি ভাবে ভগবানের দর্শন লাভ করা যায়? প্রথমেই নিজেকে মোহ পাপ মায়াজাল হইতে মুক্ত করিয়া সকল ধুলি মলিনতা মুছিয়া হৃদয়কে নির্মল ও পবিত্র করিলে ভগবানের স্পর্শ পাইবার জন্য দেহমন উপযুক্ত হইবে। এরপরে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পার্থিব সুখ, দুঃখ ও সকল ভাবনা তাঁহার পদে অর্পন করিয়া পরমাত্মার উপর পূর্ণ নির্ভর করিতে হইবে। উপাসনা কি? শ্রবণ, মনন ও ধ্যান দ্বারা তাঁহাতে চিত্ত সমাহিত করিয়া বিশুদ্ধ প্রীতিযোগে তাঁহার সহিত যুক্ত হইবার প্রচেষ্টা। তৎপরে তাঁহার প্রিয় কার্যে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। ইহাই প্রকৃত উপাসনা। প্রতি কার্যে মনে রাখিতে হইবে "এষাস্য পরমগতি, এষাস্য পরম সম্পদ, এষাস্য পরমলোক, এষাস্য পরমআনন্দ"।

তাঁহাকে আত্মার মধ্যে দেখিয়া পরম সম্পদরূপে প্রাণের মধ্যে আলিঙ্গন করিয়া পরমাশ্রয় বলিয়া তাঁহাতে প্রাণ নিবেদন করিয়া তাঁহাকে অনুভব করিতে হইবে। প্রাণ, মন, জীবন সকলই তাঁহার হস্তে সমর্পন করিয়া তাঁহার কৃপা লাভ করিতে হইবে। অন্য কোন পথ নাই।

— ডঃ অরুণকুমার মিত্র (প্রয়াত)

ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতাপচন্দ্র আরো বলেছিলেন ঃ It is a national ideal only that can touch the undercurrents of national text and aspiration. And let us assure our European friends that in religions at least, Hindus have a powerful national life, which remains but utterly uninfluenced by foreign preaching"— ibid p. 14 সুতরাং মিশনারীরা যে ঐ গ্রন্থটিকে বিশেষ সুনজরে দেখবেন না এটা আর বিচিত্র কি? কিন্তু রেভাঃ লেম্যান অ্যাবট, খ্রীষ্টোফার জেনসন, জে. বি. টার্ণার, জন বার্টলেট, ই. এল. রেক্সফোর্ড, জেম্স মার্টিনো, জেম্স ড. ব্রুকলিন, এথিক্যাল সোসাইটির সভাপতি লুইস্ জোন্স প্রমুখ মনীষী ও উদারহৃদয় মিশনারীরা ঐ গ্রন্থটির উচ্ছসিত প্রশংসা করেছিলেন।১৯০০ সালে মনীষী বিপিনচন্দ্র পাল যখন য়ুরোপ ও আমেরিকায় ধর্ম প্রচার করতে গিয়েছিলেন তখন উদার খ্রীষ্টানদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্রের এই গ্রন্থটির প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিলেন।

আমেরিকার প্রধান প্রধান সংবাদপত্রে প্রতাপচন্দ্রের বাগ্মিতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভারতীয় ধর্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় পাণ্ডিত্য সম্পর্কে উচ্ছসিত প্রশংসা সহ মন্তব্য বের হয়েছিল। একটি পত্র মন্তব্য করেছিলেন — " Babu Pratap Chandra Mazoomdar, a distinguished scholar of the Brahma Samaj and one of its twenty four missionaries, is now on a visit to America and has excited warm interest by his discourses in Boston and other towns" – Newyork Tribune, Sep. 1883.

আর একটি পত্র মন্তব্য করেছিলেন — " By a vision he (Mazoomder) meant the realisation of the spirit of God by the spirit of man-God is over all and above all force, according to the Hindus, is governed by God force." – The Boston Common wealth, Sep, 1883. ধর্মের এই তত্ত্ব "সেমেটিক" ধর্মতত্ত্ববাদীদের কাছে অভিনব তাই ফিলাডেলফিয়ার আর একটি সংবাদ-পত্র এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছিলেন যে, ভারতবর্ষে বৃথা মিশনারী না পাঠিয়ে এই জাতীয় জ্ঞানী "হিন্দু মিশনারী"দের আরো অধিক সংখ্যক এদেশে আনিয়ে খ্রীষ্টানদের তাঁদের কাছ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। (Philadelphia Cat, Sep 1883)। দেখা যাচ্ছে ভারতবর্ষের মত ধর্মতত্ত্বে ও আধ্যাত্মিকতায় উন্নত দেশে খ্রীষ্টান মিশনারী পাঠাবার প্রয়োজন নেই, এই প্রশ্নটি বহুল প্রচারিত বিবেকানন্দ স্বামীর আমেরিকা যাওয়ার দশ বছর আগেই উঠেছিল। ইতিহাসের সাক্ষ্য এই।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকা আবিষ্কারের চারশত বার্ষিকী উপলক্ষে আমেরিকা শিকাগো শহরে মানবের অগ্রগতির নিদর্শন স্বরূপ একটি বিশেষ প্রদর্শনীর আয়োজন কার হয়েছিল। ঐ প্রদর্শনীর অংশ হিসাবে ধর্মমহাসভার (Parliament of Religions) আয়োজন করা হয়েছিল। একটা প্রচলিতধারণা আছে যে ঐ ধর্মমহাসভায় সনাতন হিন্দুধর্মের কোন স্থান ছিল না; অনিমন্ত্রিত অবস্থায় বিবেকানন্দ স্বামী যেখানে কোন রকমে গিয়ে 'সনাতন হিন্দু ধর্মের' মান রক্ষা করেন। এ ধারণা সত্য নয়। ধর্মমহাসভার সভাপতি চার্লস বোনি ও চেয়ারম্যান ডাঃ জে এইচ. ব্যারোজ, তাঁদের ব্যাক্তিগত ধর্মমত যাইহোক না কেন, ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের সকল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা যাতে ওখানে স্থান লাভ করেন সে বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে চৌদ্দজন প্রতিনিধি ঐ ধর্মমহাসভায় নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রতাপচন্দ্র মজুমদার অন্যতম। তিনি 'উপদেষ্টা সমিতি' ও "প্রতিনিধি নির্বাচন সমিতি"-র সদস্য ও মনোনীত হয়েছিলেন। এ ছাড়া "উদার হিন্দুধর্মে"-র প্রতিনিধি হিসাবেও তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। একটি বিখ্যাত আমেরিকান পত্রিকায় মন্তব্য করেছিলেন — All the addresses delivered by P.C. Mozoomdar, the representative of the Brahmo Samaj at the Parliament of Religions, have been particularly pleasing to the audience of western worshippers, but none more so than that yesterday on "The World's Religions Debt to Asia" — The Chicago Herald, 2nd Sept. 1893. এছাড়াও অন্যান্য বহু সংবাদপত্র যেমন Christian Register, Christian Advocate, Boston Evening Transcript, New York Independent, Springpied Republican, The Daily

Glover প্রভৃতি আরো অনেক পত্রিকাতে প্রতাপচন্দ্রের ভাষণ উচ্চ প্রশংসিত হয়েছিল। ধর্মমহাসভার অধিবেশন শেষ হওয়ার পর বিভিন্ন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য প্রতাপচন্দ্রের কাছে অনেক আহ্বান এসেছিল। বোষ্টনের বিখ্যাত "লাওয়েল ইন্‌স্টিটিউট" থেকে ধারাবাহিক ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য তাঁকে আহ্বান করা হয়। এখানে তিনি চারটি বক্তৃতা দেন। সেগুলি এতই হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল যে বিশেষ অনুরোধে প্রায় আট হাজার শ্রোতার কাছে আবার তাঁকে সেই বক্তৃতাবলী দিতে হয়েছিল। আমেরিকায় তাঁর বন্ধু ও অনুরাগীগণ এই সময় 'মজুমদার মিশন ফণ্ড' স্থাপন করে, যাতে অর্থাভাবে প্রতাপচন্দ্রের ধর্মপ্রচার ব্যহত না হয় সেই চেষ্টা করেন এবং একটি অভ্যর্থনা সভার আয়োজন করেন বোষ্টনে। প্রতাপচন্দ্র রচিত (The Sprit of God, Silent Pastor, Heart Beats) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি এই সময়ে রচিত হয়। ১৮৯৪ সালের জানুয়ারী মাসের শেষভাগে এই সকল ধর্মপ্রচারের পর প্রতাপচন্দ্র স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। উত্তরপাড়ার রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় তাঁকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্টেশনে গিয়েছিলেন। এছাড়া ব্যক্তিগতভাবে পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

১৯০০ সালে শেষবারের মত এপ্রিল থেকে অক্টোবর তিনি য়ুরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করে ধর্মপ্রচার করেছিলেন। এবারে লণ্ডনে জাহাঙ্গীর হলে১৯শে জানুয়ারীর বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন ঃ (God in ancient Hindu sense, is conceived as immanent in the whole creation. There is no distinction between the God and the Universe. In the consciousness of the transcedental relation, the soul looses its sense of seperate personality, and God only remains All in All. This is the essence of Hindu religion, it was a Pantheistic as well as Thiestic interpretation but all India Spirituality mean oneness with God. — The Nineteenth Century, August 1900. ভারতীয় সংস্কৃতি ও ধর্মতত্ত্বের মূল কথাটি এখানে খুব সুন্দর ভাবে বলা হয়েছে এবং বেদান্তের বিভিন্ন ভাষ্যকারদের মতের সমন্বয়ের কথাটিই এখানে সংক্ষেপে খুব সুন্দর ভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। তাঁর আরেকটি বিখ্যাত গ্রন্থ The Life and Teachings of Keshub Chandra Sen। তিনি কয়েক বৎসর Interpreter নামে একখানি মাসিক পত্রিকার সম্পাদনা করেন।

নবীনচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র প্রমথলাল সেন (১৮৬৬-১৯৩০); ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ব্রহ্মানন্দ উপাধ্যায়), বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, মোহিতচন্দ্র সেন - প্রমুখদের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে, প্রতাপচন্দ্র "Prayer Meeting Band" নামে একটি প্রতিষ্ঠানের সূচনা করেন। বেনীমাধব দাসের লেখায় পাই প্রতাপচন্দ্রের অপরিসীম ব্যক্তিত্ব ছিল এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট ছিলেন। প্রতাপচন্দ্রের "Peace-Cottage" এ তাঁর নিয়মিত আসা যাওয়া ছিল। বেনীমাধব আরো লিখেছেন, Prayer Meeting Band - এর সভায় প্রতাপচন্দ্রে সুললিত কণ্ঠে ধর্মতত্ত্বের কথা, বলার সময় মাঝে মাঝেই আলোড়ন উঠত "রবিবাবু আসছেন"। *(ক্রমশঃ)*

শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত

—ঃ স্মরণিকা ঃ—

মরণ সাগর পারে তোমরা অমর তোমাদের স্মরি

৫ই নভেম্বর (১৮৭০)	—	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ১৪২ তম জন্মদিবস।
৮ই নভেম্বর (১৯৬৬)	—	ডঃ কালিদাস নাগের ৪৬ তম তিরোধান দিবস।
১৭ই নভেম্বর (১৮৯৫)	—	আচার্য অনিমেষ দাসগুপ্তের ১১৭ তম জন্মদিবস।
১৯শে নভেম্বর (১৮৩৮)	—	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের ১৭৪ তম জন্মদিবস।
২৩শে নভেম্বর (১৯৩৭)	—	বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র বসুর ৭৫ তম তিরোধান দিবস।
৩০শে নভেম্বর (১৮৫৯)	—	বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র বসুর ১৫৩ তম জন্মদিবস।

—ঃ ২০১২ নভেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণ ঃ—

রবিবার ৪ঠা নভেম্বর ২০১২	—	আচার্য	-	শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত
রবিবার ১১ই নভেম্বর ২০১২	—	আচার্য	-	শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী
রবিবার ১৮ই নভেম্বর ২০১২	—	আচার্য	-	শ্রীমতী শ্রীলতা গুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত ও শ্রীগৌতম সেনগুপ্ত
রবিবার ২৫শে নভেম্বর ২০১২	—	আচার্য	-	শ্রীসঞ্জীব মুখার্জী
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		স্মরণ	-	জগদীশচন্দ্র বসু, ছত্রধারিণী বিরাজমোহিনী কৃষ্ণদয়াল দে ও শান্তিকণা দাসগুপ্ত
		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী মাধবী তালুকদার ও শ্রীমতী অভিনন্দা তালুকদার

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ ২০১২ ডিসেম্বর মাসের সাপ্তাহিক উপাসনার আংশিক কার্যসূচী ঃ—

রবিবার ২রা ডিসেম্বর ২০১২	—	আচার্য	-	শ্রীমতী সুনন্দিতা সেনগুপ্ত
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	শ্রীমতী রুবী মজুমদার
রবিবার ৯ই ডিসেম্বর ২০১২	—	নবান্ন পুষ্পে-ফলে সজ্জিত মন্দিরে কৃতজ্ঞতার নিবেদন		
		আচার্য	-	ডঃ সুনন্দা রায়চৌধুরী (রাখী)
সন্ধ্যা ৬-৩০ টা		সঙ্গীত	-	ব্রাহ্ম যুব ও ভক্তজন ও সমবেত ভক্তমণ্ডলী

আপনাদের সাদর আমন্ত্রণ জানাই।

—ঃ শোক সংবাদ ঃ—

বিগত ২৫শে অক্টোবর ২০১২ প্রয়াত শুভেন্দ্র নারায়ণ রায় ও প্রয়াতা হিমানী রায়ের কন্যা, প্রয়াত ডঃ এ. কে. বোসের পত্নী এবং শ্রীমতী অমৃতা সিলভার ও শ্রীমতী স্মিতা বাসু ও শ্রীমতী জয়িতা বোসের মাতা শ্রীমতী আরতি বোস ৯২ বছর বয়সে কলকাতায় পরলোকগমন করেছেন।

—ঃ পারিবারিক / অন্যান্য অনুষ্ঠান ঃ—

সাপ্তাহিক উপাসনা ও স্মরণঃ

বিগত অক্টোবর মাসের রবিবাসরীয় সাপ্তাহিক উপাসনার কার্যসূচী অনুযায়ী আচার্য শিবনাথ শাস্ত্রী, মহাত্মা গান্ধী, ভাই প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, সুধীরঞ্জন দাস, আচার্য ননীভূষণ দাসগুপ্ত, ভক্তকবি অতুলপ্রসাদ সেন, সতীশরঞ্জন দাস, আচার্য সতীশচন্দ্র চক্রবর্তী ও নীলমণি চক্রবর্তীর স্মরণে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হয়। সাপ্তাহিক উপাসনায় শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী,

শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত (দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার) ও শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি আচার্যের দায়িত্ব পালন করেন। সঙ্গীত পরিবেশন করেন প্রথম রবিবার শ্রীমতী রেবেকা রক্ষিত ও শ্রীঅনিরুদ্ধ রক্ষিত। দ্বিতীয় রবিবার সর্বশ্রী/শ্রীমতী সুহিতা ভট্টাচার্য মধুশ্রী ব্যানার্জি, শ্যামলী সেনগুপ্ত, অনুলেখা ব্যানার্জী, রীতা চক্রবর্ত্তী, কস্তুরী চক্রবর্ত্তী, শ্রীচন্দ্রা ব্যানার্জী, জয়শ্রী ব্যানার্জী, মৌসুমী চ্যাটার্জী, অঞ্জনা গুহ, সুস্মিতা নাথ, চন্দ্রা গুপ্ত, মনিদীপা ভট্টাচার্য্য, কাকলী দাস, তপন সাহা, অনিন্দিতা সেন, অনিন্দিতা দাসগুপ্ত, অভীক ঘোষ। তৃতীয় রবিবার শ্রীমতী কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীঅরীন্দ্রজিৎ সাহা। চতুর্থ রবিবার শ্রীঅনিন্দ্যসুন্দর মাইতি।

সঙ্গত সভা ঃ

বিগত ১৬ই সেপ্টেম্বর ২০১২ এবং ১৪ই অক্টোবর ২০১২ বিকেল পাঁচটায় ব্রাহ্ম সম্মিলন সমাজের সভাকক্ষে শ্রীসঞ্জীব মুখার্জির পরিচালনায় সঙ্গত সভা অনুষ্ঠিত হয়।

—ঃ কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

সাধারণ ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মনীষী দত্ত ও শ্রীসুমন্ত দত্ত (প্রয়াতা রমা দত্তর স্মৃতির উদ্দেশ্যে — দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয়ের জন্য প্রদত্ত) — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৭২)

সমাজের কেয়ারটেকার শ্রীরামেশ্বর সিং (সিংজীর) পুত্র শ্রীবিকাশ সিং-এর চিকিৎসার্থে (Kidney Failure) দান ঃ শ্রীমতী শ্রীমতী বিপাশা মাইতি — ২০০ টাকা (র/নং ২৮৪৫); শ্রীমতী জয়তী সেন — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৪৬); শ্রীমতী রত্না মুখার্জী — ১০০০ টাকা (র/নং ২৮৪৭); শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী — ৩০০ টাকা)র/নং ২৮৪৮); শ্রীপ্রবীর ধর — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৫০); শ্রীসঞ্জীব মুখার্জি — ২০০০ টাকা (র/নং ২৮৫২); শ্রীমতী কস্তুরী চক্রবর্তী ও শ্রীসমীর চক্রবর্তী — ২৫০০ টাকা (র/নং ২৮৫৩); শ্রীমতী অনুরমা ভট্টাচার্য্য — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৫৪); শ্রীঅবন সাহা — ৩০০ টাকা (র/নং ২৮৫৫) শ্রীমতী সুনন্দা রায়চৌধুরী (রাখী) —৫০০ টাকা (র/নং ২৮৫৬); শ্রীমতী শ্যামলী সেনগুপ্ত — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৫৮); শ্রীমতী সুস্মিতা নাথ — ১০০ টাকা (২৮৫৯); শ্রীমতী অনুলেখা ব্যানার্জী — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৫০); শ্রীমতী খুকু রায় — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৬১); শ্রীমতী অনিন্দিতা সেন — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৬২); শ্রীমতী মনিদীপা ভট্টাচার্য্য — ১০০ টাকা (র/নং২৮৬৩); শ্রীমতী অনিন্দিতা দাসগুপ্ত — ১০০ টাকা (র/নং২৮৬৪); শ্রীমতী চন্দ্রা গুপ্ত ও শ্রীসম্রাট গুপ্ত — ৫০০ টাকা (র/নং ২৮৬৫); শ্রীঅভীক ঘোষ — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৬৬); শ্রীমতী কাকলী দাস — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৬৭); শ্রীমতী মধুশ্রী ব্যানার্জী — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৬৮); শ্রীউদয়ন মজুমদার — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৬৯); কমোডর সুব্রত বোস ১০০০ টাকা (র/নং ২৮৭১)।

ওয়েলফেয়ার ফণ্ড ঃ শ্রীমতী অলকা সমাদ্দার (প্রয়াত শঙ্কর সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৭০); শ্রীমতী জয়িতা বোস (প্রয়াত আরতি বোসের আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষে) — ১৫০ টাকা (র/নং ২৮৭৩)।

দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী সুনন্দা দাস (প্রয়াতা পুত্রবধূ তনুকা দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০ টাকা (র/নং ২৩৯); শ্রীমতী রেবা চ্যাটার্জী (প্রয়াত পিতা রবীন্দ্রমোহন বিশ্বাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ১০০০ টাকা (র/নং ২৩৮)

নৈশ্য বিদ্যালয় ফণ্ড ঃ শ্রীমতী মমতা ব্যানার্জী — ৫০০ টাকা (র/নং ২২২); শ্রীমতী সুনন্দা দাস (প্রয়াতা পুত্রবধূ তনুকা দাসের স্মৃতির উদ্দেশ্যে) — ৫০০ টাকা (র/নং ২২৩)।

ভাদ্রোৎসবে দান ঃ শ্রীমতী সুতপা রায়চৌধুরী — ১০০ টাকা (র/নং ২৮৪৯)।

বিশেষ দান ঃ শ্রীরূপনারায়ণ বোস সমাজমন্দির কক্ষে ব্যবহারের জন্য একটি দেওয়াল ঘড়ি দান করেছেন।

এই সকল সহৃদয় দান ও সাহায্যের জন্য আমরা সকল দাতাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এই সকল দান সার্থক হোক।

—// Governing Body of the Samaj for 2012-13 //—

The following members of the Brahmo Sammilam Samaj have been elected Office - bearers and Members of the Governing Body of the Samaj for the year 2012-13 at the 114th Annual General Meeting held on 30/09/12.

Sri Sanjib Mookerji	—	*Permanent Minister* (for three years from 20012-13 to 2014-15)
Sri Prasad Ranjan Ray	—	*President*
Sri Prabir Ranjan Das Gupta	—	*Vice President*
Sri Subrata Das Gupta	—	*Vice President*
Sri Prasun Ganguly	—	*Secretary*
Sm. Sreelata Gupta	—	*Asstt. Secretary*
Sm. Rita Biswas	—	*Asstt. Secretary*
Sri Rupnarayan Bose	—	*Asstt. Secretary*
Sri Aniruddha Rakshit	—	*Treasurer*
Sm. Chandra Basu	—	*Member*
Sm. Sukla Dasgupta	—	*Member*
Sm. Anjali Sen	—	*Member*
Sm. Sunanda (Ratna) Roy Chowdhury	—	*Member*
Dr. Rajyasree Bandyopadhaya	—	*Member*
Sm. Nayantara Palchaudhuri	—	*Member*
Sm. Sunandita Sen Gupta	—	*Member*
Sri Gautam Sen Gupta	—	*Member*
Sri Sandip Kumar Basu	—	*Member*
Sri Anupam Chatterjee (Dodo)	—	*Member*
Smt. Anjana Guha	—	*Member*

Sri Rupnarayan Bose has been elected as the third Asstt. Secretary in the Governing Body meeting held on 17-10-2012.

We heartily welcome the New Members of the Governing Body.

Brahmo Sammilan Barta will be available on Samaj Website.

Look out for Samaj site : www.thebrahmosamaj.org/samajes/sammilan.html

লেখক-লেখিকার নিজস্ব মতামতের জন্য সমাজ ও সম্পাদক-মণ্ডলী কোনক্রমে দায়ী নহেন।

Printed and Published by Sri Prabir Ranjan Das Gupta on behalf of Brahmo Sammilan Samaj, Published from 1A, Dr Rajendra Road, Kolkata-700 020 and Printed at Bhowanipur Art Press, 80, Ashutosh Mukherjee Road, Kolkata-700 025. Editor : Dr. Madhusree Ghosh.